I R.N N0. 2532/57 I Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/201

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা আষাঢ় ১৪২১
১৮ জুন, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জি.এস.কে ধমক–অনার্সে একটা শীটও বাড়বে না – কনট্রোলার

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে অনলাইনে ছাত্র ভর্তিকে ঘিরে সব ছাত্র সংগঠনই নিজেদের ক্ষমতা জাহির করে গেল ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ডঃ অসীম মণ্ডলকে ৯ ও ১০ জুন টানা ঘেরাও করে। সব ছাত্রকে ভর্তির দাবী ছাড়া টি.এম.সির ছাত্র সংগঠন এ্যাডমিশন ফরমের ৫০.০০ টাকা আদায়ের বিরোধীতা করে। ইউনিয়নগুলোর দাবী মতো ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এর প্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট, ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল, ছাত্র সংসদের জি.এস, গভঃ বডির কয়েকজন সদস্য কল্যাণী ইউনিভারসিটিতে গিয়ে কনট্রোলারের সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনায় কোন ভাবেই অনার্সে

(৪পাতায়)

ব্যাঙ্কের ভাবমূর্তি কারা নষ্ট করছে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর স্টেট ব্যাঙ্কের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের সম্পর্ক। তাই ব্যাঙ্কের ভাবমূর্তি নষ্ট করার কোন উদ্দেশ্য শতবর্ষ অতিক্রান্ত সংবাদ সাপ্তাহিকের নেই। ব্যাঙ্কের পরিষেবা গ্রাহকদের খুশি করুক, জঙ্গিপুরের অন্যতম প্রাচীন ব্যাঙ্কের সুনাম বাড়ুক এটাই আমাদের কাম্য। তবে কর্মীদের ব্যবহারে বা পরিষেবার অভাবে গ্রাহকেরা পদে পদে অবহেলিত হন। চেয়ারের অভাবে বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে পেনশন আনতে গিয়ে মেঝেতে বসে থাকতে দেখা যায়,

(৪পাতায়)

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় দীর্ঘ সাজা

নিজস্বসংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ফার্স্ট ট্রাক ফার্স্ট কোর্টের এ্যাডি সেসন জজ শৈলেন্দ্রকুমার সিংহ নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে সাগরদীঘি থানার পোপাড়া গ্রামের রঞ্জিত মালকে গত ১২ জুন ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরোও ১ বছর কারাবাসের নির্দেশ দেন। খবর ২-৭-১১ ন'বছরের ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিল। পথে অভিযুক্ত বিবাহিত রঞ্জিত মেয়েটিকে প্রলোভন দেখিয়ে পোপাড়া শিব মন্দিরের নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে। চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে রঞ্জিত মালকে ধরে পুলিশে দেয়। বিচারের পর তার সাজা হয়। সরকারী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এ্যাডভোকেট অরুণকুমার সরকার।

বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে এক কর্মীর শোচনীয় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : মির্জাপুর গ্রামে মই-এ উঠে পোলে কাজ করার সময় বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যান জনৈক কর্মী অনুপ সরকার (৫৭)। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে কলকাতা স্থানান্তরিত করা হলে মাঝ পথে তাঁর মৃত্যু হয়। বাড়ী মিয়াপুরে। একজন জনদরদী কাজ পাগল কর্মী ছিলেন অনুপ বলে জানা যায়। মাথায় টুপি না পরে বা দুটো তারের বিদ্যুৎ বন্ধ না করে কাজ করতে গিয়ে এই বিপত্তি বলে জানা যায়।

ছেলের হাতে বাবা খুন

নিজস্বসংবাদদাতা : ফরাক্কার হাজারপুরগ্রামে জায়গার ওপর ইট বিছানো নিয়ে বলরাম পালের সঙ্গে পুত্র সঞ্জয়ের বচসা শুরু হয় ১৩ জুন সকালে। বচসা চরমে উঠলে সঞ্জয় বাবার মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করেন। রক্তাক্ত বলরামকে অর্জুনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। ঐ দিনই তিনি মারা যান। সঞ্জয়ের কোন হদিশ এখনও পুলিশ করতে পারেনি।

পেটে বাঁশ ঢুকে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা: ফরাক্কা থানার নিশিন্দ্রা গ্রামের সুজিত মণ্ডল (৩৫) প্রচণ্ড গরমের তাড়নায় বাড়ীর খোলা ছাদে ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর রাতে পেচ্ছাব করার প্রয়োজনে ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে ঘুম চোখে নিচে পড়ে যান। মাটিতে খাড়া করে রাখা ছুঁচলো বাঁশ সুজিতের পেটে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটা ১৩ জুনের।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, প্লেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা আষাঢ়, বুধবার, ১৪২১

প্রবল খরা ও জল সমস্যা

আকাশে মাঝে মধ্যে অল্প-স্বল্প মেঘ সঞ্চার হইতেছে। বেলা বাড়িতেই মার্তণ্ডদেবের খরতাপ ক্রোধ বর্ষণ করিতেছে। মেঘ দেখিয়া চাষীদের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে ; কিন্তু আশা স্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইতেই গভীর হতাশার অন্ধকার মনের অবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। বিভিন্ন ফসল বিশেষ করিয়া বোরো ধান মার খাইতছে। অবশ্য ডীপ টিউবওয়েল বা গভীর নলকূপের দাক্ষিণ্য যেখানে রহিয়াছে ; সেখানে দুশ্চিন্তার প্রশ্ন থাকিবার কথা নহে। তথাপি গ্রামঞ্চলে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে সর্বস্তরে উদ্বেগ দেখা গিয়াছে।

ইহার কারণ বেশ কিছুদিন ধরিয়া এতদঞ্চলে বৃষ্টিপাত নাই। সামান্য বৃষ্টি হইলে আম-লিচুর সহায়ক ছিল। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচণ্ড জলাভাব দেখা দিয়াছে। খাল-বিল শুকাইয়া গিয়াছে। পুর এলাকা বা গ্রামাঞ্চলে নলকূপ সমূহ স্থানে স্থানে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি চাষের জন্য সেচ পাম্পও কাজ করিতেছে না। শুধু গামাঞ্চলেই নয়, শহরাঞ্চলেও সাধারণ নলকূপ ও গভীর নলকূপ হইতে পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে না। তৃষ্ণার জলের জন্য সর্বত্র হাহাকার, চাষের জলের কথা ভাবা যায় না।

রঘুনাথগঞ্জ শহরের কোথাও কোথাও পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়াছে। রাস্তার ও গৃহস্থ বাড়ীর অনেক নলকূপ হইতে জল উঠিতেছে না বলিলেই হয়। যাহা হউক পুরসভা হইতে সরবরাহকৃত জল এখন বহু মানুষের ভরসা। যদিও পুর এলাকার সর্বত্র এই সুযোগ আপাততঃ নাই। ভুগর্ভস্থ জলস্তর এমনিতেই যথেষ্ট নামিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিহীনতা, চাষের কাজে প্রচুর ডীপ টিউবওয়েলের ব্যবহারের ফলে জলসঙ্কট। তদুপরি গঙ্গার জলদানের যে দাক্ষিণ্য সরকার বাংলাদেশ সরকারকে দেখাইয়াছেন, তাহা এই রাজ্যের জলাভাবের আর একটি মুখ্য কারণ। ফলতঃ এখন মানুষকে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেই হইতেছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

আমার নাম কেন এলো ?

গত ১১ জুন ২০১৪ জঙ্গিপুর সংবাদ -এ "জঙ্গিপুরে তৃণমূল নেতাদের ব্যাপক দুর্নীতিতে কর্মী মহলে ক্ষোভ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে আমার নাম জড়ানো হয়েছে। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও চক্রান্ত ছাড়া কিছু না। কোন ঘটনার সঙ্গেই আমি জড়িত নয়। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

চয়ন সিংহ রায়

সভাপতি, রঘুনাথগঞ্জ -২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

সাধক নজরুল

মানিক চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। 'প্রতিভা সহজাত ; প্রতিভার কষ্টকল্পিত সৃষ্টি হয়না।' নজরুলের ক্ষেত্রে এই উদ্ধৃতিটি অবশ্যই প্রযোজ্য। নজরুলের মধ্যে ছিল এক অশান্ত ও অদম্য প্রাণশক্তি। এই শক্তি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কাব্যসৃষ্টিতে। সেই একই অস্থিরতা আর প্রাণপ্রাচুর্য তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুরের জগতে। সঙ্গীত ছিল তাঁর সহজাত। বাংলা গজলগান-রাগাশ্রয়ীগান-কাব্য-গীতি থেকে শুরু করে কীর্তন-শ্যামাসঙ্গীত-ভক্তিগীতি- ইসলামীগান-ভাটিয়ালী-ঝুমুর-লেটো-সঙ্গীতের সমস্ত ধারায় তাঁর অবাধ বিচরণ। সমস্ত ধারায় তিনি স্বচ্ছন্দ। আবার পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর গান 'কারার ঐ লৌহকপাট', 'দুর্গমগিরি কান্তারমরু দুস্তর পারাবার আজও প্রাসঙ্গিক। এছাড়া তাঁর সৃষ্টি আরও বহু দেশপ্রেমমূলক গান আছে যেগুলি আমাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করে, সংগ্রাম চেতনাকে শানিত করে সাম্যের গানের গীতিকার-সুরকার নজরুল, ধূমকেতুর কবি নজরুল, সৃষ্টিসুখের উল্লাসের কবি নজরুল, সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার রচয়িতা নজরুলের আরও একটি জগত ছিল। এই জগত হল তাঁর অধ্যাত্ম চেতনার জগত। এই অধ্যাত্মিকতাই তাঁকে প্রাণিত করেছিল ভক্তিমূলক গান সৃষ্টিতে। সেই সব গানে শ্যাম-শ্যামা-আল্লাহ নবী সব একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। সব নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেশে, এখানেও সকলের ধাবিত হয়েছে এক অসীম অনন্ত পরমাত্ দিকে। শ্যাম-শ্যামা-আল্লাহ সব মিলে মিশে হয়ে গেছে একাকার। এই অধ্যাত্মচেতনার উৎসস্থল আমাদের মহকুমা। নজরুল এসেছিলেন বরযাত্রী হিসাবে নিমতিতা গ্রামের এক বিবাহ আসরে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদারের সঙ্গে। নজরুলের ভাষায় – 'নিমতিতা গ্রামের এক বিবাহসভায় সকলেই বর দেখিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতুর আঁ দেখিতেছে আমার প্রলয়সুন্দর সারথীকে। সেই বিবাহসভায় আমার বধূরূপিণী আত্মা তা চিরজীবনের সাথীকে বরণ করিল। ..... নহবতে সানাই বাজিতেছে। এমন শুভক্ষণে আনন্দবাস আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম। তিনি ..... শ্রী শ্রী বরদাচরণ মজুমদার মহাশয়।'

এর পর থেকে নজরুলের সঙ্গীত জীবনের এক নূতন বাঁক। বিদ্রোহী নজরুলের রূপান্তর সাধক নজরুলে। রচিত হল অসংখ্য ভক্তিগীতি-শ্যামাসঙ্গীত-কীর্তন আর নবীর গান। এই গানের পরতে পরতে অধ্যাত্মচেতনার অমৃতরস। গুরু বরদাবরণের প্রতি তাঁর অঞ্জলি ঃ

'হে মাধব! হে মাধব! হে মাধব!
তোমারেই প্রাণের বেদনাকব
তোমারই স্মরণ লব।'

ফুলের জলসায় নীরব কবি অভিমানে বিদায়

(৪পরের পাতায়)

দাদাঠাকুরকে ভোলা যায় না

শান্তনু রায়

হাস্যরসাত্মক মজার ছড়া রচিয়তা শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) নাম শোনেননি এমন বাঙালী কম আছেন বলেই আমার মনে হয়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ১৩ বৈশাখ ১২৮৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই মানুষ নিরহঙ্কার ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসেবে মানব মনে সমাদৃত ছিলেন। তঁর জীবনী নিয়ে বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের অভিনীত ছায়াছবি 'দাদাঠাকুর' আজও বাঙালীর মনের পর্দায় অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত এই মানুষটিকে ছন্দের জাদুকর বললে ভুল হয় না। বাংলা ও ইংরেজী শব্দের সংমিশ্রণে রচিত ছড়ায় ছন্দের এমন নিখুঁত প্রয়োগ খুব কম চোখে পড়ে। এর পাশাপাশি ঐ সময়ের আর একজন মহান মানুষের কথা উল্লেখ না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং যিনি দাদাঠাকুরের অকৃত্রিম সহযোগী ছিলেন তিনি সেই কাঞ্চনতলার কাপের রচয়িতা নলিনীকান্ত সরকার।

আড়ম্বরহীন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত প্রেস থেকে তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজও সমান জনপ্রিয়। তাই শুধুমাত্র প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করে বা জন্ম মৃত্যু দিনে মাল্যদান করে নয়, বাংলা মনীষীদের পাশাপাশি এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি বেশী করে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য একজন জঙ্গিপুরবাসী হিসেবে গুণীজনদের কাছে অনুরোধ জানাই।

পুরাতনী

স্থানীয় তরিতরকারী ও মাছের বাজার

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে দুইটী বাজারে প্রত্যহ তরিতরকারী ও মাছ বিক্রয় হইয়া থাকে। এই দুইটী বাজারের মালিক হইতেছেন স্থানীয় শ্রী শ্রী বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইতগণ ও নেহালিয়ার জমিদার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সি মহাশয়। বাজারের মালিকগণ নিজ নিজ অংশ ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইজারাগণ পালাক্রমে বাজারে বিক্রেতাগণের নিকট খাজনা ও তোলা আদায় করিয়া থাকেন। তোলার তরকারীর এক অংশ বাজারের মালিকগণ পান। মালিকগণ ইজারার টাকা এবং তোলার তরকারী লইয়া নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। তাঁহারা বিক্রেতাগণের সুখসুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। মালিকগণের দুই তরফের ভাবী উত্তরাধিকারিগণকে প্রত্যহ বাজারে দেখা যায় এবং তোলা তুলিবার সময় মাঝে মাঝে

(৪পাতায়)

কন্যাদায়ের প্রতিকার

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

"দোষ কারু, নয় গো মা,
স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

নিজের পাপের ফল আমরা আজ ভোগ করছি, নারীনির্য্যাতনে – তাঁহাদিগকে দাবিয়া রাখার ফলে – যে হলাহল উঠিয়াছে তাহার জ্বালায় আজ আমরা জর্জরিত, সেই হলাহল 'কন্যাদায়'। এই বিষের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কত দাওয়াইর ব্যবস্থা না করিতেছি, কিন্তু রোগের নিদান অনুযায়ী ঔষধ না হইলে রোগ সারিবে কেন।

আসামে মেয়েরা শিল্পকার্য্য দ্বারা অনেক উপার্জন করেন, সেইজন্য মেয়েদের বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হয় না বরং পুরুষের বিবাহের ভাবনাই ভাবা প্রয়োজন। বাংলার মেয়েরা চরকা, তাঁত বা অন্যপ্রকার গৃহশিল্পে নিপুণা হইলে বরের পিতা ভাবী লাভের আশায় কন্যার পিতার শোণিত শোষণ করিবেন না, কাজে কাজেই কন্যাদায়ের প্রতিকার হইবে। কিন্তু বাংলাতে এ উপায়ে কতটুকু কার্য্যসিদ্ধ হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। কারণ উপার্জনশীলা পুত্রবধূ পাইলেও বরের পিতা যে আরও কিঞ্চিৎ 'ফাউ' মারিবার চেষ্টা করিবেন না সে সম্ভবপর নয়, কারণ মেয়ের উপার্জনরূপ ঔষধ 'কন্যাদায়ের' নিদানানুযায়ী ঔষধ নয়, তবে উহা দ্বারা যে অনেক উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারপর কন্যার উপার্জন বিচার করিয়া বিবাহ ব্যবসাদারী মাত্র – আজকাল যাহা চলিতেছে তাহারই পরিবর্তিত সংস্করণ। পরিবর্তন ও সংস্কার ঊর্দ্ধগামী হওয়া চাই। এক দোকানদারীর প্রতিকার অন্য দোকানদারীর দ্বারা হওয়া খুব বাঞ্ছনীয় নয় – যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে মেয়ের গুণপনার দিক দিয়া দেখিলে উহাকে ঠিক দোকানদারী বলা চলে না, কিন্তু কার্য্যত ঃ বিষয়টার টাকা আনা পাই এ গিয়া দাঁড়ানো খুবই সম্ভবপর।

আর এক উপায় আছে – তাহা আইন। সামাজিক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন তাহা আমরা পছন্দ করিনা – যদিও বিশেষ বিশেষ স্থলে তাহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আসল কথা এই যে আইনের দ্বারা পণপ্রথা নিবারিত হইবে না – কারণ রোগের নিদান যাহা তাহার কোন খবরই এতে নাই। রোগের মূল নষ্ট করিবার চেষ্টা করা উচিৎ। আইন করিলে লাভ হইবে এই যে চুরি করিয়া পণ দেওয়া চলিবে – কারণ বস্তাপচা মাল (!) ঘুস দিয়া চালান দেওয়া চাইত'! তাহা না হইলে 'জাতিপাত' অনিবার্য্য! আরও বধূ নির্য্যাতন প্রবলতর আকার ধারণ করিবে, তজ্জন্য অন্য আইনের প্রয়োজন এবং তস্য দোষ নিবারণের জন্য অন্য আইন ইত্যাদি অর্থাৎ রক্ত দূষিত হইলে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে চর্মরোগ প্রভৃতি সারিলেও যেমন তাহা অধিকতর অনিষ্ট করে, এরূপ আইনও সেরূপ অনিষ্টের হেতু হইবে।

আজকাল আবার আত্মহত্যার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এতদিন মেয়েরাই তাঁহাদের পথ পরিষ্কার করিতেন, এবার পুরুষেরাও তঁহাদের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। আচ্ছা, সমস্ত জাতিটা যদি একদিন আফিং খেয়ে বসে তা'হলে কেমন হয় ? কোনও ঝঞ্ঝাট থাকে না – সব সমস্যা, সব 'দায়ে'র' প্রতিকার হইয়া যায়! আমাদের পক্ষে বোধহয় উহাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

আত্মহত্যা যাঁহারা করেন তাঁহাদের নিকট আর একটা পথ খোলা আছে এবং আমাদের মনে হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। যে সামাজিক পৈশাচিক ব্যবস্থার জন্য যন্ত্রণা ভোগ সেই ব্যবস্থার যাতে উচ্ছেদ হয়, তাহা করিলে শুধু একের নয় দশের আত্মহত্যা বোধ হয় তাহাতে বন্ধ হইতে পারে।

প্রকাশকাল : ১৩২৩

খোকার বিশ্বকাপ

শীলভদ্র সান্যাল

বিশ্বকাপের জ্বরে
সব ছটফট করে
কিক্ মারে তাই, যা কিছু পায়
বাইরে কিংবা ঘরে।

বাড়ির বিচ্ছু ছেলে,
পড়াশোনা ফেলে
জ্বরের ঘোরে বলছে শুধু
'পেলে পেলে পেলে'!

'কী যে বলিস খোকা!
এমনি কি তুই বোকা!
পেলে তো আজ দেওয়াল ছবি
পেরেক দিয়ে ঠোকা।

হোক না চাঁদের কণা
হিরে কিংবা সোনা
সে-পেলে আর নেই তো মাঠে
নেই তো মারাদোনা।

বলব কী আর বেশি
এখন ফোলায় পেশি
মাঠ জুড়ে ওই নজর কাড়া-
রোনাল্ডো আর মেসি।'

ডাগর দু' চোখ মেলে
বল্‌লে তখন ছেলে,
'পেলের পাড়ায় হচ্ছে খেলা
থাকবে না কো পেলে!

তাই কি, বাপি, হয়!
কখ্‌খোনো তা নয়!
ব্রাজিলে যে বিশ্বকাপটা
এবার পেলের জয়।।'

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)
পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✧ জেলা মুর্শিদাবাদ ✧ পিন-৭৪২২২৫
ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

রাস্তা অবরোধ তাই ব্যবসায়ে মন্দাভাব

নিজস্বসংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হরিসভা এলাকায় পড়ে যাওয়া বৃহৎ বটগাছটি আজও রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে। গাছ কাটার কাজ চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। সদর রাস্তা দীর্ঘ সময় অবরোধ থাকায় ঐ অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। রাস্তায় যানবাহন চলাচল না করায় বিক্রীবাট্টা নাই বললেই চলে। এলাকার মানুষের স্বার্থে পুর কর্তৃপক্ষ ও হরিসভা মন্দির কমিটি একটু তৎপর হোন।

সাধক নজরুল .....(২ ম পাতার পর)

নিয়েছিলেন আমাদের কাছ থেকে। সোনার বাংলায় তাঁর জীবন প্রদীপ হয়েছিল নির্বাপিত। তবুও নজরুলের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। নজরুল-রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ এঁরা সকলেই সর্বজনীন। গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-তিতাস – দুই বাংলাকে যেমন ঘিরে রেখেছে, এঁরাও তেমনি দু'পারের মানুষের হৃদয়ে। আজ সারা দেশে পক্ষকাল ধরে নজরুলের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। নজরুল গবেষকদের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন ঃ কবি নজরুল, সঙ্গীতজ্ঞ নজরুল এবং সাধক নজরুলের জীবনদর্শন এ প্রজন্মের কাছে ব্যাখ্যাত হোক। আজও নজরুলের বহু দুষ্প্রাপ্য গানের রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজ্য সরকারের সঙ্গীত পর্ষদ এ বিষয়ে এখনও উদাসীন। মনে রাখতে হবে যে, সব কিছু ভাগ হয়ে গেলেও – ভাগ 'হয়নিকো নজরুল।'

পুরাতনী .....(২ ম পাতার পর)

ইজারাদারের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কোন বিক্রেতা যেন বাদ না যায় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিক্রেতাগণ মুক্ত আকাশের নীচে বসিয়া গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে পুড়ে এবং বর্ষায় জলে ভিজে কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহা মালিকগণ দেখিয়াও দেখেন না। বহরমপুর, খাগড়া, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের বাজারে বিক্রেতাগণের বসিবার সুব্যবস্থা ও রৌদ্র, বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য টিনের চালা বা ছাদ দেওয়া আছে। তা ছাড়া রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের বাজারে বিক্রেতাগণের জন্য কোন প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা নাই। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা একদিকে বে-আইনী ও অন্য দিকে স্বাস্থ্যহানিকর। এখানকার দুইটী বাজারের এই সব অসুবিধার প্রতিকার জন্য আমরা স্থানীয় মহকুমা শাসক মহোদয় ও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (প্রকাশকাল : ১৩৫৮)

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জি.এসকে ধমক.....(১ ম পাতার পর)

শীট বাড়ানো যাবে না পরিষ্কার জানিয়ে দেন কনট্রোলার। তিনি আলোচনার মধ্যে জি.এসকে রীতিমতো ধমকান। অন্যায়ভাবে প্রিন্সিপালকে দীর্ঘসময় ঘেরাও এর জন্য ভর্ৎসনা করেন। অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলার জন্য জি.এসকে নিজের ফোন নম্বরও দেন। দীর্ঘ এলাকার ছাত্রদের স্বার্থে অনার্সের কিছু শীট বাড়ানোর জন্য কলেজ থেকে বার বার তাঁকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হয়। শেষে কনট্রোলার এ ব্যাপারে সরজমিন তদন্তে-র জন্য একটা টীম পাঠাবেন বলে আশ্বাস দেন। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, ১০ জুন এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে জঙ্গিপুর কলেজ। তাতে ১০ থেকে ২০ জুন অন লাইনে অনার্সের প্রার্থীদের আবেদন জানানোর দিন ধার্য্য হয়। তাতে এ্যাডমিশন ফরমের জন্য ৫০ টাকা কলেজে নগদ জমা দেয়ার নির্দেশ থাকে। এবং ২৬-২৭ জুন পর্যন্ত অন লাইন খোলা থাকার কথাও উল্লেখ থাকে। শেষের দিকে জেনারেল কোর্সে ভর্তি করা হবে বলেও জানানো হয়। অনলাইন চালুর প্রথম দিনই চারশোর উপর আবেদন জমা পড়ে। ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ডঃ অসীম মণ্ডল ছাত্র সংগঠনগুলো অনার্সে ভর্তির নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে বলে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন। ঐ ধরনের অনাচার রুখতেই অন লাইনের ব্যবস্থা।

ব্যাঙ্কের ভাবমূর্তি .....(১ ম পাতার পর)

যা ব্যাঙ্কের পক্ষে শোভনীয় নয়। এ.সি.র ঠান্ডা আমেজ কর্মীরাই ভোগ করেন, আর গ্রাহকরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে গরমে হাপিত্যেশ করেন। পানীয় জল বা প্রস্রাবাগারের প্রাথমিক চাহিদাও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মেটাতে অপারগ এখানে। কয়েন ভেন্টিং মেসিন দীর্ঘ দিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। মেরামতের কোন উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। বেশীরভাগ গ্রাহকদের জমা দেয়া টাকা গোনা হয় অন্দর মহলে। কর্মীদের বাইরে থেকে কাজ পর্যবেক্ষণ করার কোন প্রক্রিয়া চালু নেই। সি.সি.টিভি ক্যামেরার বিশেষ প্রয়োজন ছিল এখানে। কয়েক মাস আগে এক স্ট্যাম্প ভেন্ডারের টাকা ভেতরে গোণার সময় ৫০ হাজার টাকার একটা বান্ডিল লোপাট হয়ে যায়। 'টাকা না দিয়ে টাকার গল্প শোনাচ্ছেন বলে দায়িত্বরত কর্মীরা উল্টে স্ট্যাম্প ভেন্ডারের ওপর চোটপাট করেন। দিশেহারা স্ট্যাম্প ভেন্ডার এক সম ব্যবসায়ীকে নিয়ে পূর্বতন চীফ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যানেজার সরজমিন তদন্ত করেও কোন কিনারা করতে পারেন না। শেষে সিকিউরটি গার্ডের হস্তক্ষেপে টেবিলের নিচের কোণা থেকে ঐ টাকার বান্ডিল উদ্ধার হয়। এই ঘটনা আদৌ ঘটেছিল না আমরা ব্যাঙ্কের ভাবমূর্তি নষ্ট করছি তদন্ত করুন। তদন্ত করুন ৫০০ টাকার বান্ডিলে জাল নোট উদ্ধারে কর্মীদের কেরামতি। ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে কর্মীদের দুর্ব্যবহার, মেজাজ, অসততা সব কিছু হজম করতে বাধ্য হন দিনের পর দিন। এই পরিস্থিতিতে যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত চীফ ম্যানেজার তিতি বিরক্ত হয়ে ভি.আর.এস. নিয়ে জঙ্গিপুর ছাড়েন তখন কি ব্যাঙ্কের ভাবমূর্তি ঠিক থাকবে ?

কর্মঠ কর্মী চাই
জঙ্গিপুরের রঘুনাথপুরে মুদিখানার দোকানে খাতাপত্রের কাজ জানা একজন কর্মঠ যুবক প্রয়োজন। অন্তত ঃ দ্বাদশ শ্রেণী পাস হওয়া চাই।
কাজল ষ্টোর (ইকবাল ফৌজীর দোকান)
ফোন : ২৬৪২২৩ / ৯৭৩৩০৪২৮৪২

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।